সংবাদ

তারিখ ..... 5 MAY 2013
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম .... ৪ .....

৪ মাসেও বিনামূল্যের বই পায়নি শ্রীপুরের মাধ্যমিক শিক্ষার্থীরা

কহুল আমীন, শ্রীপুর (গাজীপুর)

গাজীপুরের শ্রীপুরে শিক্ষাবর্ষের চার মাস অতিবাহিত হলেও অন্তত আড়াই হাজার ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিকে বিনামূল্যে বিতরণের বই পায়নি। বই না পাওয়ায় পরীক্ষার জন্য কোন প্রস্তুতিও নিতে পারছে না ছাত্রছাত্রীরা। এতে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। আগামী বার্ষিক পরীক্ষায় বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের গণহারে অকৃতকার্য হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

শ্রীপুর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানায়, ২০১৩ সালে নতুন কারিকুলামে বই ছাপা হয়েছে। নতুন কারিকুলামে বই ছাপা হওয়ায় পুরনো বইয়ের সঙ্গে নতুন বইয়ের কোন মিল নেই। ফলে শিক্ষার্থীরা নতুন বই পাওয়ার আশায় দিন গুনছে। ২০১২ সালে শ্রীপুর উপজেলার ৪টি নিম্ন মাধ্যমিক, ৫১টি উচ্চ মাধ্যমিক, ৩৮টি মাদ্রাসা ও ৯টি কারিগরি বিদ্যালয়ের জন্য ৪ লাখ ৯৫ হাজার ৮ শত বইয়ের চাহিদা দেন। ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ চাহিদার ৪০ ভাগ কম বই পাওয়া যায়। ফলে পয়লা জানুয়ারি বই উৎসবে ৬০ ভাগ ছাত্রছাত্রী বই পায়নি। কয়েক দফা বইয়ের চাহিদার কথা জানিয়ে গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৩ লাখ ৪৯ হাজার ৩৪ কপি বই পাওয়া গেছে। এতেও শতভাগ চাহিদা পূরণ হয়নি।

সরেজমিন কয়েকটি বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, বই না পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। একই সঙ্গে চলছে অভিভাবকদের অসন্তোষ। বই না পাওয়ায় বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের সঙ্গে অভিভাবকদের বাকবিতণ্ডা লেগে হয়েছে। অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সব পাঠ্যবই বিতরণ না করায় অভিভাবকরা শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করছেন। ছাত্রছাত্রীরা সব বিষয়ের পাঠ্যবই না পাওয়ার ঘটনায় শিক্ষকরা দায়ী না হলেও শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে অসহায় হয়ে রয়েছেন।

কাওরাইদ ইউনিয়নের বলধিঘাট জেএম উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিরাজুল হক জানান, বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ১১৮ জন। এর মধ্যে বই পেয়েছে মাত্র ৩০ জন। সিরাজুল হক অভিযোগ করেন, শ্রীপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি বই দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুধু সময় ক্ষেপণ করছেন। এতে তাদের পড়ালেখা বিঘ্নিত হচ্ছে। একই অবস্থা বিরাজ করছে শ্রীপুরের প্রতিটি বিদ্যালয়ে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক জ্যেষ্ঠ শিক্ষক আশঙ্কা প্রকাশ করেন, সময়মতো বই না পাওয়ার কারণে আগামী বার্ষিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের গণহারে অকৃতকার্য হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অভিভাবকরা অভিযোগ করেন, এখনো তাদের সন্তানরা সব বিষয়ের বই পায়নি। এতে কর্তৃপক্ষের কোন গরজ নেই। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও দায় নিতে চান না কেউ।

শ্রীপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শহীদ খালিদ জামিল খান বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের বই না পাওয়ার বিষয় স্বীকার করে জানান, শিল্পাঞ্চল শ্রীপুরে বহিরাগতদের সংখ্যা বেশি। প্রতিবছর হাজার হাজার বহিরাগত শিক্ষার্থী শ্রীপুরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। যাদের জন্য বইয়ের চাহিদাপত্র দেয়া হয়নি। ফলে ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীতে বইয়ের চাহিদা পূরণ হয়নি।

গাজীপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রেবেকা সুলতানা বলেন, এনসিটিবি চাহিদা মাফিক বই সরবরাহ দেয়নি। ফলে শুরুতে বইয়ের ঘাটতি রয়ে গেছে। তবে শ্রীপুরে কয়েক দফা বই সরবরাহ করা হয়েছে। এখনও যারা বই পায়নি, তারা অচিরেই চাহিদা মাফিক বই পাবে।